যুগান্তর

তারিখ ... 26 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

# শিক্ষিকা মর্জিনা দু'দিনের পুলিশ রিমান্ডে

যুগান্তর রিপোর্ট

মতিঝিল মডেল স্কুলের সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষিকা মর্জিনা বেগমকে জিজ্ঞাসাবাদের

শিক্ষিকা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৪

## শিক্ষিকা : মর্জিনা

জন্য পুলিশ দু'দিনের রিমান্ডে নিয়েছে। মর্জিনার বাসা থেকে উদ্ধারকৃত শিশু বিলকিস, নাসিমা ও সোমাকে তাদের বাবা-মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। অপর শিশু মাদার তেরেসার বাবা-মায়ের সন্ধান না পাওয়ায় তাকে মহিলা আইনজীবী সমিতির হেফাজতে নেয়া হয়েছে। এদিকে চার শিশু গতকাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি দিয়ে বলেছে, ম্যাডাম আমাদের জোর করে ঘরে আটকে বাইরে তালা মেরে রাখত। কান্নাকাটি করলে মারধর করত। ঠিকমতো খাওয়া দিত না। মতিঝিল থানা পুলিশ বলছে, মর্জিনা বেগমের কথাবার্তা এবং আচরণ রহস্যজনক। তবে তাকে নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদের আগে এখনই বলা যাচ্ছে না তিনি শিশু পাচারকারী দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিনা। মর্জিনাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গতকাল আদালত দু'দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

মতিঝিল মডেল স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষিকারা জানিয়েছেন, ১৯৮৮ সাল থেকে মর্জিনা বেগম স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। তিনি পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞান ও বাংলা পড়াতেন। স্কুলে আসার পর তিনি চুপচাপ থাকতেন। প্রয়োজন ছাড়া কারও সঙ্গে কথা বলতেন না। বাচ্চাদের প্রতি তার দুর্বলতা ছিল। দীর্ঘদিনের শিক্ষকতায় কোন অভিভাবক কোন ধরনের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে করেননি। ক্লাসে কোন ছাত্রকে তিনি কোন সময় মারধর করেছেন- এমন কোন নজির নেই। বছরখানেক আগে থেকে প্রায়ই বলতেন, তিনি একটি বাচ্চাকে এনে লালন-পালন করছেন। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা একই কথা বলেছে। ক্লাসে তিনি ছাত্রছাত্রীদের খুব স্নেহ করতেন।

মতিঝিল মডেল হাইস্কুলের অধ্যক্ষ জিনাত সুলতানা জানিয়েছেন, মর্জিনা বেগমের বিরুদ্ধে আগে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তিনি দোষী প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে স্কুলের গভর্নিং বডি সিদ্ধান্ত নেবে।